মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনঃ আমাদের ঐতিহ্য

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

এইতো মাত্র বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭), পল্লী গীতির মুকুটহীন সম্রাট মরহুম আব্বাস উদ্দীন সাহেবের পুরানা পল্টনের 'হীরামন' মঞ্জিলে ছিল বাংলাদেশ 'ফোকলোর পরিষদের সভা। মনসুর উদ্দীন আমাদের উপদেষ্টা। সভা শুরু হয়েছে। অকল্পনীয়ভাবে দুর্বল শরীরে—তাঁর সর্বসময়ের পথপ্রদর্শিকা ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এসে উপস্থিত।

আমি খুবই অসন্তুষ্ট হলাম এই শরীরে তাঁকে এভাবে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেই একই আবহমান জবাবঃ না এনে উপায় থাকে না—তিনি আসবেনই ঝড়-বৃষ্টি যা-ই হোক না কেন।

দীর্ঘতম সময় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলা একাডেমীতে থাকাকালেও দেখেছি, নির্ধারিত দিনে এবং ঠিক সময়ই তিনি হাজির, বরং মানুষজন বা বক্তাবৃন্দের আসতে কেন দেরী হবে, এ ছিল তার অন্তহীন অসন্তোষ। অস্বোয়াস্তি।

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, সম্ভবত এটাই ছিল তার শেষ কোন সভায় যোগদান—এ সভায় সম্মোহিতের মত তিনি কথা বলছিলেন যা কোন এজেন্ডাতে ছিল না। তিনি বলেই যাচ্ছিলেন। বলেছিলেন, ফোকলোর লোকসংস্কৃতি নিয়ে বিদেশে আমেরিকায়, রাশিয়া জাপান, ইউরোপে যে তুলকালাম কান্ড হচ্ছে, আমরাতো কিছুই করতে পারলাম না। জের করে ধরুন না সরকারকে, হয় তরা কিছু টাকা পয়সা দিন, নয়তো ফোর্ড রকফেলার, ইউনেসকোকে বলে দিন না তারা, একটা ফোকলোর ইনস্টিটিউট হোক, মরার আগে দেখে যাই। বলছিলেন তাঁর দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কথা, বলছিলেন 'হারামনি' এখনও ত আরও ১০/১২টি খন্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। এখন তো আর কেউ কিছু বলেন না। আমাদের সব লোক সাহিত্যই।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উচিত বহির্বিশ্বে অনুবাদ করে পাঠানো—আমাদের দূতাবাসগুলি কি করে? সে যুগে ইংরেজ প্রশাসক সিভিলিয়নগণ কত কাজ করেছেন। বলছিলেন তাঁর 'হারামনি'গুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করা গেলে বড় শান্তি পেতেন।

বলছিলেন প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যিকদের বইগুলি আর পাওয়া যায় না, 'বসুমতি' সাহিত্য মন্দিরের মত বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'নিউজ প্রিন্টে ছেপে দিন না—কতই বা টাকা লাগে। বলছিলেন, তাঁর শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে—কত যে কাজ বাকী রয়ে গেল।

সভা শেষে তাকে শান্তিনগর 'মনসুর ভবনে' পৌঁছে দিলাম। গাড়িতে উঠেও সারাপথ সেই একই কথা—বলছিলেন, শরীরটার খুব যত্ন নেবেন, গন্ধ ভাদালের পাতা জোগাড় করে রোজ খাবেন তাতে হজমশক্তি বাড়বে—আর রাতে শোয়ার আগে ত্রিফলার পানি খাবেন। বলছিলেন কাজ কাজ কাজ করে যাবেন—ওসব কোন দলেটলে যাবেন না—দল থাকবে না—কাজ থাকবে। শুধু বিবৃতি সাহিত্য নয়, আসল কাজ করতে হবে, লালবিহারীদের মত বিডং-এর মত আর ঐ ফ্রান্সিস জে চাইল্ডের মত।

মনসুরউদ্দীন যখন ইন্তেকাল করেন আমি তখন সিলেটে। আশ্চর্য মাত্র ২/১ ঘন্টার মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো শহরে, সেই দিনই ১৯ সেপ্টেম্বর, বিকেলেই সিলেট পৌরসভাও চাঁদের হাটের মহতী শোকসভা, তার পূর্বে ১১টাতেই সিলেটে 'বিহঙ্গ তরুণ সংঘ' ও 'সাপলা-সালুকের আসর, বিকেলেই 'সুর' পত্রিকা, রাতেই দূর দূর সুরমা বিজ্র ছাড়িয়ে কদমতলিতে মিসেস মনোয়ারা শাহনূরের বাসায় পৌরসভা সভাপতি এবং গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দসহ ঘরোয়া শোকপ্রকাশ, পরদিন সকালেই 'সিলেট সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত সভায় গণ্যমান্য সাহিত্যিকবৃন্দসহ শোকার্ত ভক্তদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন........আরও বহু সভা—শোকার্ত দেশবাসীর, সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে, থাকার জন্য সলককেই একান্ত নিবেদন কিন্তু আমরা ২০ তারিখেই চলে আসি, হয়তো এখনও চলছে শোকসভা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা নিকেতনে।

তিনি ত জনতার সঙ্গে ছিলেন, জনতার হাজার বছরের ঐতিহ্যের কথা বলেছেন, দুঃখী মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন—যেমন করেছেন দেশে দেশে উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম জোনস, উইলিয়াম মর্টন, উইলিয়াম হান্টার, স্যার জনগ্রীয়রসন, থিয়ডোর বেনফা, গ্রাম ব্যাদারন্বয় দীনেশ চন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ইত্যাদি ইত্যাদি শত-সহস্র সংগ্রাহক গবেষকদল। দেশ কি তাঁদের ভুলেছে? —না। তবে প্রাচ্যও প্রতীচ্য, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সোনার বাংলার কি তেমন ফারাক হবে? আমরা আশা করি, যেন না হয়। আল্লাহতায়ালা সে লজ্জার হাত থেকে যেন আমাদের উদ্ধার করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় এই মহাপুরুষ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ৩১শে জানুয়ারী ১৯০৪/১৭ই মাঘ, ১৩১২ সনে (প্রবেশিকা সার্টিফিকেট অনুসারে, আসল জন্ম সন কিছু বেশিও হতে পারে) পাবনার সুজানগর থানার মুরারীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামের স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পাস—কতকটা জসিমউদ্দীন, গুরুসদয় দত্ত, দীনেশ চন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন ইত্যাদির মতই গ্রামের ঐতিহ্য বুঝি কাজল পরিচয় দিয়েছিল তাঁর দুই চোখে। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষালাভ, উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা গমন, দীনেশ বাবুর মত শিক্ষক লাভ, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ (যিনি হারামনির (১৯৩১; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙালী মুসলমান সম্পাদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রথমটি হুমায়ুন কবীরের) ভূমিকা লেখেন, পরিচিত হন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইন্দিরা দেবী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হুমায়ুন কবির, কবি নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দীন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমানদের সঙ্গে। ১৩ই ভাদ্র, ১৩১৪ সনে কাজী নজরুল ইসলাম এক দীর্ঘ পত্রে তাঁকে লিখেনঃ

ভৈরব নদীর তীরে নিরালা ঝাউতলায় বসে আপনার 'হারামনি' দেখছিলাম। মাথার উপর 'ঝাউশাখার করুণ মর্মর ধ্বনি, দূরে গোচারণের মাঠে রাখালের

তলতা বাঁশের বাঁশীর সুর, সামনে উদাস হাঁটুরে পাথরের পায়ে চলা পথ, মনে হচ্ছিল 'হারামনির' গান যদি শুনতে হয় তবে এমনি একটু নিরালা স্থান খুঁজে নিতে হবে—যেখানে সঙ্গে থাকবে একতারার মত অপ্রখর নদী স্রোতের মৃদুল সুর.......।

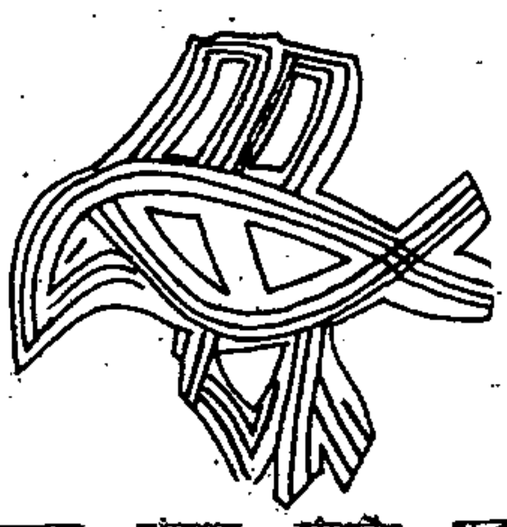

কবি নজরুল যে 'ঝাউশাখার করুণ মর্মর ধ্বনি', 'তলতা বাঁশের বাঁশীর সুরের' কথা বলেছেন, মনসুরউদ্দীন আবাল্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে, তার ছাত্রদের মাধ্যমে (সিলেটেও তার এক প্রাক্তন ছাত্র এসব কথা বললেন) এই মধু ভান্ডার সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর হারামনি ১ম খন্ড (১৯৩১), ২য় খন্ড (১৯৪২), ৩য় খন্ড (১৯৪৭) ৪র্থ খন্ড (১৯৫৯) ৫ম খন্ড (১৯৬১), ষষ্ঠ খন্ড (১৯৫৮), ৭ম খন্ড (১৯৬৩), ৮ম খন্ড (১৯৭৬), লালন ফকিরের গান (১৯৪৮), রূপকথা—শিরনী (১৯৩২; ২য় খন্ড ১৯৭৬, এই লেখকের আগ্রহে কামরুল হাসান বিচিত্রিত, বাংলা একাডেমী), বাউল গান (ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, সম্পাদিত, ১৯৮০), হারামনি (১৩ খন্ড, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ)। যতদূর জানি, হারামনির আরও ৭/৮টি খন্ড বাংলা একাডেমীতে বা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে—যা তিনি তাঁর শেষ বক্তব্যে (১০ই সেপ্টেম্বর) বলছিলেন।

পাশ্চাত্য বিশ্বে 'ফোকলোর' আন্দোলনের ইতিহাস প্রায় ২০০ বৎসরের ডারইনের 'বিবর্তনবাদ'—থাকে 'সারভাই ভাল' মতবাদও বলা যায়, মানুষকে ঐতিহ্য ইতিহাসে তার অতীত চিন্তাধারা, সংস্কৃতির তলানী রয়ে যায় দেশে দেশে—মানব ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়েই।

বিদেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফিনল্যান্ড, আয়রল্যান্ড আমেরিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক গবেষণা দীর্ঘদিন পূর্বে শুরু হলেও বাংলাদেশে তা 'রোমান্টিক ন্যাশনলিজম' পর্যায়েই চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, দীনেশ চন্দ্র সেন, এমন কি লালবিহারী দে প্রমুখও আমাদের আবহমান লোক ঐতিহ্যে স্বাজাত্যবোধের অক্সিজেন বাষ্প খুঁজেছেন, আয়রল্যান্ড, জার্মানীতেও তাই হয়েছিল।

মনসুরউদ্দীন প্রমুখ এই স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে ধর্ম ও সামাজিক বিবর্তন ও নৃতত্ত্বের কথাও বলেছেন—তবে হয়তো তেমন বেগবান ছিলেন না—এজন্য যে সুযোগ সুবিধার, বিশেষ করে ফিল্ডওয়ার্কের প্রয়োজন ছিল, সে অর্থের যোগানদার হয়ে বিদেশের মত কোন ফোর্ড, রকফেলার এগিয়ে আসেন নাই। তাই তাঁরা বার বার বলেছেন আমাদের ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রয়োজন—প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একাডেমিক ডিসিপ্লিন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিগত ১০ই সেপ্টেম্বরও তিনি বললেন, শেষবারের মত।

এসব কথা বলেছেন বহু সম্মেলনে, আমার সাথে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে—দেশে ও বিদেশে।

মনসুরউদ্দীনের লোক-সাহিত্য সাধনার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করে দেখানো সম্ভব নয়। আজ শুধু শ্রদ্ধানিবেদন। আজ তাঁর অমর আত্মার জন্য শুধু শান্তি প্রার্থনা। আজ স্মৃতিচারণ। কাল কি করতে হবে তারই ভূমিকা মাত্র।